بسم الله الرحمن الرحيم

স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগোস্থ বাইতুর রহমান মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৮ অক্টোবর, ২০০৪ মোতাবেক ০৮ ইখা, ১৩৮৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (সূরা নাহল্ ঃ ১২৬)

অর্থাৎ, তুমি প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে তোমার প্রতিপালকের পথ-পানে আহ্বান কর এবং তাদের সঙ্গে এমন দলিলদ্বারা বিতর্ক কর যা সর্বোত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাদেরকে সবচেয়ে বেশি জানেন যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি তাদেরকেও সবচেয়ে বেশি জানেন যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।

এই আয়াত থেকে আপনাদের ধারণা পেয়ে গেছেন যে, আমি কোন বিষয়ে কিছু বলতে যাচ্ছি। কয়েক মাস পূর্বেও এই বিষয়ে অর্থাৎ দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ (আল্লাহ্র দিকে আহ্বান) সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করেছি কিন্তু তাতে কি! এটি তো একজন আহমদীর মৌলিক দায়িত্ব এবং এদিকে যতই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হোক না কেন তা অপ্রতুল। লণ্ডন থেকে যাত্রার সময় আমার মাথায় ছিল যে, দেশের এই প্রান্তে জামাতের সংখ্যা নিতান্তই কম আর এদিকে জামাতকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। এখন কতক Assylum গ্রহণকারী অর্থাৎ, শরণার্থীরাও এখানে আসছে আর বর্তমানে যথেষ্ট (সংখ্যায়) চলেও এসেছে। অর্থাৎ, গত চার বছরে পুরনো সংখ্যার তুলনায় (শরণার্থীদের সংখ্যা) দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে গিয়েছে। আপনার সবাই যদি পরিকল্পিতভাবে এদিকে দৃষ্টি দেন এবং দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ তথা আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করেন তাহলে এ জগত-অর্জনের পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি লাভকারীও হবেন। যদিও পুরো যুক্তরাজ্যে বরং গোটা পশ্চিমা দেশগুলোতেই এক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে অর্থাৎ, যেভাবে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ বা তবলীগের কাজ হওয়া উচিত সেভাবে হচ্ছে না। যেভাবে (আহমদীয়াতের) বাণী পৌঁছানো উচিত সেভাবে পৌঁছানো হচ্ছে না। যাহোক, এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় যে, স্কটল্যাণ্ডবাসীদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এখানকার বসবাসকারী আহমদীদের এক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। এছাড়া সফরকালেই আমীর সাহেব আমাকে বলেছে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এখানে এই মসজিদ উদ্বোধনের জন্য যখন এসেছিলেন তখন এখানেই যুক্তরাজ্যের প্রথম ফ্রাইডে দ্যা টেন্থ (Friday the 10th) নামে (প্রসিদ্ধ)

খুতবাটি প্রদান করেন। তাই আমার মনে হল, সেই খুতবাটি দেখে নেয়া উচিত যে, তখন তিনি (রাহে.) আজ থেকে ১৯ বছর পূর্বে এখানকার জামাতকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন।

খুতবাটি ছিল ১৯৮৫ সালের ১০ই মে তারিখের। আমি যখন দেখলাম, তিনি (রাহে.) এতে সবিস্তারে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির উল্লেখ করেন আর কীভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আশা-নিরাশার দোলাচল অতিক্রম করে এই মিশন হাউসটি ক্রয় করা হয়েছিল (তা বর্ণনা করেন)। এরপর তিনি (রাহে.) জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে সূরা ফাতিহার বরাতে বর্ণনা করেন, এটি একটি বীজস্বরূপ যা আমরা বপন করেছি অতঃপর এটি ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। তিনি (রাহে.) বলেন, এই উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আমরা একটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছি আর এই ভিত্তির ওপরে ভবিষ্যতে সেই মহান ভবন নির্মিত হবে যেখানে পৃথিবীবাসী আশ্রয় নিবে। অতঃপর পরিশেষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, আজ এই জুমু'আতেই সকল আহমদী এই অঙ্গীকার করুন, আমরা খোদার তা'লার ইচ্ছানুসারে বাঁচবো এবং মরবো। আর ইসলামের বাণী বিশ্বময় প্রসার করতে হবে আর আমরা প্রসার করবো। আরও বলেন, এটি দোয়ার মাধ্যমেই সাধিত হবে আর নিজের ভেতর এক প্রকার উন্মাদনা সৃষ্টির মাধ্যমেই তা বাস্তবায়িত হবে। এরপর বিশেষভাবে স্কটল্যাণ্ড জামাতকে সম্বোধন করে তিনি (রাহে.) বলেন, আপনাদের প্রত্যেককে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে আর নিজেদেরকে এ উদ্দেশ্যে নিবেদিত করতে হবে। আপনারা আজ এই সিদ্ধান্ত নিয়ে এখান থেকে উঠবেন যে, আপনারা খোদা এবং তাঁর ধর্মের খাতিরে স্কটল্যাণ্ডকে জয় করেই ক্ষান্ত হবেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'রও এখানে এসে এ বিষয়ে খুতবা প্রদান করতে দেখে আর রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আমারও এ বিষয়ে খুতবা প্রদানের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হওয়ায় আমি আরও বেশি দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'লা চান আমরা যেন দেশের এই অংশে দাওয়াত ইলাল্লাহ্ বা তবলীগের কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করি। (আমরা) চেষ্টা করলে, দোয়া করলে এবং (নিজেদের মাঝে) উন্মাদনার অবস্থা সৃষ্টি করলেই আল্লাহ্ বরকত দান করবেন, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। এখন পর্যন্ত এখানকার জামাতে শুধুমাত্র বারোজন স্থানীয় আহমদী আছেন এবং সর্বশেষ বয়আ'ত হয়েছিল এই বছরের অর্থাৎ, ২০০৪ সালের মার্চে। তখন একজন ভদ্রমহিলা তার তিন কন্যাসহ জামাতভুক্ত হয়েছিলেন। অন্যথায় এর পূর্বে মাত্র আটজন স্থানীয় আহমদী ছিলেন কিন্তু আমি যে বিভিন্ন স্থানে গিয়েছি তাদের ভদ্রতা দেখে আমার ধারণা হয়েছে, যদি সঠিকভাবে বাণী পৌঁছানো হয় তাহলে এখানে আহমদীয়াত যথেষ্ট বিস্তার লাভ করতে পারে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। এখন আপনাদের সংখ্যা ১৯৮৫ সালের তুলনায় অনেক বেশি আর আপনারা যদি চেষ্টা করেন তাহলে এর সর্বোত্তম ফলাফল সৃষ্টি না করার পেছনে আল্লাহ্ তা'লার কোন কারণ নেই। আন্তরিক চেষ্টাকে খোদা তা'লা কখনও নষ্ট করেন না। আপনাদরকে শুধুমাত্র প্রজ্ঞার সাথে দায়িত্ব পালনের রীতি অবলম্বন করতে হবে।

এই আয়াতেও আল্লাহ্ তা'লা একথাই বলেছেন যে, প্রজ্ঞা এবং সদুপদেশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আহ্বান জানাও। নিত্যনতুন উপায় বের কর তবেই তোমরা সাফল্য লাভ করবে। এখানে স্থানীয় মানুষজন সাধারণত সরল প্রকৃতির আর সবচেয়ে বড় কথা হল, তুলনামূলকভাবে অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি ধর্মানুরাগী। এরা যখন আপনাকে একটি ধর্মের অনুসারী হিসেবে জানবে তখন নিশ্চয় তাদের মনে কিছু প্রশ্নও জাগবে। বর্তমানে মোল্লারা এবং উগ্র-ধর্মান্ধরা ইসলামের নামে বিশ্বব্যাপী ইসলামের যে ভংঙ্কর রূপ প্রতিষ্ঠা করেছে অথবা নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যার সাথে ইসলাম এবং এর শিক্ষার দূরতম সম্পর্কও নেই। কাজেই, আপনি যখন ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে (ইসলামের) এই ভয়ানক চিত্র মুছে ফেলবেন তখন তারা ক্রমশঃ আপনার কাছে ভিড়তে থাকবে। অন্যদের চেয়ে আপনাদেরকে আলাদা মনে করবে। আর এই যোগাযোগের জন্য অধিকাংশ ব্যক্তি যারা অভিবাসন নিয়ে এখানে এসেছেন তাদেরকে কাজ করার পরিবর্তে, নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে (যেহেতু) অতিরিক্ত কাজ করার অনুমতি নেই। এখানেও যদি সেই একই আইন বলবৎ থাকে তাহলে এখানে (আপনারা) বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথেও যোগাযোগ করুন। তাদের জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে যান; তাদের পাশে বসুন; তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করুন। এরাও পাশ্চাত্যের বঞ্চিত একটি শ্রেণী। তাদের নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততিরা তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে (Old People house) রেখে যায়। কারো কারো ব্যাপারে শুনেছি, কোন কোন দেশে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত কোন আত্মীয়-স্বজন খোঁজ খবর নেয় না। আপনি যখন এমন প্রবীণদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলবেন তখন তাদের সহনুভূতির পাশাপাশি যাদের ভাষাগত দুর্বলতা রয়েছে তারা নিজেদের ভাষাও সমৃদ্ধ করবেন। আপনি তাদের কাছে বসার মাধ্যমে অজ্ঞাতসারে ভাষাও শিখে ফেলবেন। এমনও হতে পারে আপনার এই সহানুভূতি ও সৃষ্টিসেবার স্পৃহার ফলে তাদের কতক আত্মীয়-স্বজনও আপনার ঘনিষ্ট হবে। অতএব, এটি হল যোগাযোগ বৃদ্ধির একটি উপায়। এরকম আরও অনেক পন্থা রয়েছে। চেষ্টা থাকলে মানুষ সন্ধান করতে পারে যা আপনাকে পরিস্থিতির (দাবী) অনুযায়ী সন্ধান করতে হবে। প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার; তাদের সহযোগিতা; তাদের বিভিন্ন উৎসব ইত্যাদিতে তাদের জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে যান; তাদেরকে ডাকুন, নিমন্ত্রণ করুন। (কেউ কেউ এমনি করেও কিন্তু সবাই নয়)

সাধরণত আমাদের অভ্যাস হল, একটি অভিযানের আদলে মাসে একবার অথবা দু'মাসে একবার **'তবলীগ দিবস'** পালন করা কিংবা বছরে দু'এক সপ্তাহ (ঘটা করে) পালন করে সেখানে কিছু বই-পুস্তক বিতরণ করে মনে করি, আমরা (তবলীগের) দায়িত্ব পালন করে ফেলেছি। আমার দৃষ্টিতে এই রীতি কিছুটা ঠিক হলেও শুধুমাত্র এর ওপরেই নির্ভর করা যায় না। আপনারা তাদেরকে যখনই কোন তথ্যমূলক বা পরিচিতিমূলক লিফলেট দেন তখন এর সূত্রধরে আরও যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজন

রয়েছে অন্যথায় তা কেবলই অর্থ অপচয়ের নামান্তর হবে। এরপর যাদের আগ্রহ রয়েছে তাদের কাছে ধারাবাহিকভাবে এই ছোট ছোট লিফলেট পৌঁছানো উচিত।

যেমনটি আমি বলেছি, বর্তমানে মোল্লারা ইসলামের যে চিত্র উপস্থাপন করেছে তা অপনোদনকল্পে (এবং) সঠিক শিক্ষা (উপস্থাপনের) লক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় এসব লিফলেট পৌঁছানো উচিত; এই বাণী পৌঁছানো উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন দাবি সম্বলিত দু'একটি পাতা (তাদের কাছে) পৌঁছে দিন। যেমনটি আমি বলেছি, ধারাবাহিকভাবে এই বার্তা পৌঁছাতে থাকা উচিত। পরিস্থিতির দাবি অনুসারে, প্রজ্ঞার সাথে লিফলেট বিতরণ করুন যা সাধারণত করা হয়ে থাকে। যেমনটি আমি বলেছি, কোথাও কোথাও চেষ্টা করা হয় কিন্তু সেই একই কথা যে, ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না; যোগাযোগ বহাল থাকে না আর প্রজ্ঞার মাধ্যমে নিঃসৃত আপনার সদুপদেশের একটি বিন্দু মানুষের ওপরে পড়লেও যেমনটি আমি বলেছি, ধারাবাহিকতা বজায় না থাকায় সেই বিন্দুটি শুকিয়ে যায়। আর ধারাবাহিকভাবে সিঞ্চিত না হওয়ার কারণে (পানির) প্রবাহ অব্যাহত থাকে না। আর সর্বোত্তম যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে বিতর্ক করার এই ঐশী আদেশ পালনের সুযোগ কদাচিতই আসে।

তাই কুরআনের এই আদেশ পালন করে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করুন, প্রজ্ঞার সাথে, ধারাবাহিকভাবে, নিয়মিত, ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে এবং অনবরত এই কাজ করতে থাকুন। অন্যের আবেগ অনুভূতির প্রতিও দৃষ্টি রাখুন এবং দলিল-প্রমাণের জন্য সর্বদা পবিত্র কুরআন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করুন। তারপর প্রত্যেকের জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও শ্রেণী-পেশার মানুষের সাথে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কথা বলুন। খোদা তা'লার নামে আপনি যখন সৎ উদ্দেশ্যে কথা বলবেন তখন অন্যের আবেগ অনুভূতিও অন্য রকম হবে। আল্লাহ্ তা'লার নামে সদুদ্দেশ্যে বলা কথা প্রভাব সৃষ্টি করে। গভীর বেদনা ও আবেগ নিয়ে কথা বললে তা প্রভাব সৃষ্টি করে। সকল নবী-রসূলও এই নীতির আলোকেই তাদের বাণী পৌঁছিয়েছেন। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ জাতিকে একথাই বলেছেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকছি; পবিত্র বিষয়াদির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এবং আমি এর কোন প্রতিদান চাই না। পবিত্র কুরআন থেকে আমরা একথাই জানতে পারি।

এই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম, পরম উদ্যম এবং সকল যোগ্যতা ব্যবহার করে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়ারত হয়ে কাজ কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র স্বভাববিশিষ্ট লোকদেরকে তোমাদের সাথে মিলিত করতে থাকবেন; ইনশাআল্লাহ্। কেননা, তিনি জানেন, কে হিদায়াতের পথ অবলম্বন করবে আর কে পিচ্ছিল কলসির মত, যত পানিই রাখবে তা নিচে গড়িয়ে পড়ে যাবে। মন্দ স্বভাবীর ওপর কোন প্রভাব পড়ে না; তারা বর্তমান যুগের (ধড়িবাজ) মোল্লাদের মত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও 'আমি মানব না' এই বুলি কপচাতে থাকে। কিন্তু তোমার কাজ হল, অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন কর; সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা কর। এরপর বিষয়টি খোদা তা'লার

হাতে ছেড়ে দাও। তোমার কাজ হল, নিয়মিত আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করতে থাকা। যেমনটি আমি বলেছি, যদি আল্লাহ্ তা'লার হাতে ছাড়তে চাও তাহলে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে তা কর এবং বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বর্ণিত সেসব শর্তানুযায়ী কর যা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। তিনি বলেন, তবেই তুমি বলতে পার, إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ অর্থাৎ, আমি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অন্যথায় এটি কেমন আনুগত্যের দাবি? ধর্মকে জাগতিকতার ওপরে প্রাধান্য দেয়ার এটি আবার কেমন দাবি? মোটকথা, এজন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন। যা হয়েছে তা হয়ে গেছে, যা চলে গেছে তা গেছে কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে নতুন করে অঙ্গীকার করতে হবে আর যেমনটি আমি বলেছি, প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতা শেখার জন্য কুরআন পাঠ করা আর কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যাসম্মত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পাঠের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। পূর্বেও আমি এ সম্পর্কে সবিস্তারে বিভিন্ন খুতবা দিয়েছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, **"কাউকে উপদেশ দিতে হলে মুখে বল। একটি কথাই একভাবে বললে তা একজনকে শত্রুতে পরিণত করে আবার অন্যভাবে বললে বন্ধু বানায়। অতএব, وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ আয়াত অনুযায়ী কাজ কর। বাক্যালাপের এই রীতিকেই খোদা তা'লা হিকমত বা প্রজ্ঞা আখ্যা দিয়েছেন। তাই তিনি বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ** (সূরা আল্ বাকারা : ২৭০)"। (আল্ হাকাম ৭ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা, ১০ মার্চ ১৯০৩ সন, পৃষ্ঠা: ৮)

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাদের সবাইকে এই হিকমত বা প্রজ্ঞা অবলম্বন করতে হবে। নিজেদের বন্ধুমহলের গণ্ডিকে সম্প্রসারিত করতে হবে। এরপর একজনের পরিচয় থেকে অন্যদের সাথে পরিচয় হতে থাকবে। আর মানুষ যখন আপনাকে একজন শান্তিপ্রিয় এবং ধীরস্থির স্বভাবের মানুষ হিসেবে জানবে তখন নিশ্চিতভাবে এই পরিচয় আরো সুদৃঢ় যোগাযোগে পরিবর্তিত হবে এবং ফলপ্রসূ সাব্যস্ত হবে।

তবে, একটি কথা মনে রাখবেন, প্রজ্ঞা এবং ভীরুতার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। ধর্মের প্রতি আত্মাভিমান রেখেই প্রজ্ঞা দেখাতে হবে। এ সম্পর্কে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমরা এতটাই নমনীয়তা অবলম্বন করব যে, চাটুকারিতা করে বাস্তবতা পরিপন্থী ঘটনার সত্যায়ন করে বসবো।"** (তিরয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৫, পাদটীকা।

অর্থাৎ, হিকমতের অর্থ ভীরুতা প্রদর্শন নয় অথবা কাউকে কাছে টানার জন্য আমাদের শিক্ষা পরিপন্থী বিষয়ে সুর মেলানো নয়। (অর্থাৎ) কেউ যদি একথা বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র

পুত্র; তখন প্রজ্ঞার সাথে তাকে কাছে টানার বাহানায় মৌনতা অবলম্বন করবে। এটিতো শিরক্‌কে সমর্থন করার নামান্তর। (এছাড়া) আরও অনেক উপায় এবং উত্তর রয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"মনে রেখ, যে ব্যক্তি কঠোরতা অবলম্বন করে ও অগ্নিশর্মা হয়ে যায় তার মুখ থেকে কখনোই জ্ঞানগর্ভ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা নির্গত হতে পারে না। সেই হৃদয়কে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা থেকে বঞ্চিত করা হয় যে তার প্রতিদ্বন্দ্বির সামনে ত্বরিৎ রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কটুভাষী এবং নির্লজ্জ অধরকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের ঝরনাধারা থেকে বঞ্চিত ও ভাগ্যহত করা হয়।"** যে এমন রূঢ় কথা বলে তার মুখ থেকে আর সুবচন বের হয় না। **"ক্রোধ এবং প্রজ্ঞা– এই দু'টি বিষয় কখনও একত্রিত হতে পারে না। যে ব্যক্তি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়, তার বুদ্ধি ভোঁতা এবং জ্ঞান স্থূল হয়ে যায়। তাকে কখনও কোন ক্ষেত্রে জয়যুক্ত ও সাহায্য করা হয় না। ক্রোধ হল অর্ধ উন্মাদনা; এটি বৃদ্ধি পেলে পুরো উন্মাদ হতে পারে।"** **(মলফূযাত ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১০৪, আল্ হাকাম, ১০ মার্চ, ১৯০৩)**

এখন আমাদের বিরুদ্ধে এই ক্রোধই উন্মাদনার রূপ পরিগ্রহ করেছে। হযরত আলী (রা.) একবার বলেছিলেন, হৃদয়ের কিছু বাসনা এবং আকর্ষণ থাকে যেজন্য সে কখনও কথা শোনার জন্য প্রস্তুত থাকে আর কখনও এজন্য প্রস্তুত থাকে না। তাই মানুষের হৃদয়ের এসব আকর্ষণ অনুযায়ী তাদের ভেতরে প্রবেশ কর আর তখনই তোমার কথা বল যখন সে শুনতে প্রস্তুত থাকে। কারণ, মনের অবস্থা হল এমন যে, যখন কোন বিষয়ে একে বাধ্য করা হয় তখন তা অন্ধ হয়ে যায় (অর্থাৎ, কথা মানতে অস্বীকার করে বসে)। **(আবু ইউসূফ প্রণীত কিতাবুল এখরাজ)**

অতএব, এটি হল প্রজ্ঞা; যখন কখনও কখনও অবস্থা এমন হয়, মোক্ষম সময়-সুযোগ আসে, তখন কথা বলা উচিত, যখন মন কথা শুনতে আগ্রহী হয়। যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, এজন্য সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হল, নিজেদের যোগাযোগের পরিধি বৃদ্ধি করুন। অধ্যবসায় ও ধারাবাহিকতা থাকলে বুঝা যাবে যে, কখন কার মনের অবস্থা কেমন। অতঃপর এমটিএ'র দেখানোর জন্য নিয়ে আসা যেতে পারে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখানো যেতে পারে, বিভিন্ন সময়ে এগুলো সম্প্রচারিত হয়। যে কোন সময় কারও কোন অনুষ্ঠান ভালো লাগতে পারে। আর এমন নয় যে, এখানকার লোকদের আমাদের অনুষ্ঠানের প্রতি কোন আগ্রহ নেই। স্কানথর্পে (Scunthrop) গিয়েছিলাম; সেখানে ডাক্তার মুজাফ্ফর সাহেব রয়েছেন। তিনি আমাকে বলেন, সেখানে তার পরিচিত একজন ইংরেজ রয়েছেন যিনি প্রায় নিয়মিত জুমুআর খুতবা শোনেন আর সন্ধ্যার সময় পুনঃপ্রচার হয়। তখন পরিবারের সদস্যদেরকে অথবা তার স্ত্রী (তাকে) জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি জুমু'আর খুতবা (Friday Sermon) শুনছি। তিনি (একজন) খ্রিস্টান, অথচ তিনি (আমাদের) কথায় প্রভাবিত হন। ডাক্তার সাহেবের কাছে তিনি কোন কোন খুতবার বিষয়বস্তু বর্ণনা করে বলেন, এটি অত্যন্ত সময়োপযোগী (খুতবা)। যে খুতবাই (এমটিএ'তে) আসে তা শুধু জামাতের (সদসের) জন্যই সময়োপযোগী নয় বরং (সর্বস্তরের)

মানুষের জন্যও তা কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা তার বক্ষ আরও উন্মোচিত করুন আর সে আহমদীয়াত গ্রহণ করার তৌফিকও দান করুক। মোটকথা, বর্তমানে এমটিএ'ও তবলীগের একটি সক্রিয় মাধ্যম যা আজ থেকে ১৮-১৯ বছর পূর্বে আপনাদের কাছে ছিল না। এটি তখনই শোনা হবে যখন আপনি মানুষের সাথে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তুলবেন।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"কথা বলার সময় বুঝেশুনে, সংক্ষেপে কথা বলা উচিত। অনেক বেশি বিতর্ক করে কোন লাভ নেই। কখনও ছোট্ট একটি (শিক্ষনীয়) কথা বলবেন যা সরাসরি মনে গিয়ে দাগ কাটবে। আবার কখনও সুযোগ পেলে বলবেন।"** এখন আমি যে ইংরেজ ভদ্রলোকের কথা বলছিলাম তিনি যে খুতবা শুনেছেন আর ডাক্তার সাহেবের কাছে যার ভূয়সী প্রশংসা করেন তা লেনদেন সম্পর্কিত কথামালায় সমৃদ্ধ ছিল। এতে সে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল কেননা, এটি বর্তমান সময়ের নিরিখে খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। অতএব, তিনি (আ.) বলেন, **"কখনও ছোট্ট একটি (শিক্ষনীয়) কথা বলবেন যা সরাসরি মনে গিয়ে দাগ কাটবে। আবার কখনও সুযোগ পেলে বলবেন। মোটকথা ধীরে ধীরে সত্যের বাণী পৌঁছাতে থাকুন আর ক্লান্ত হবেন না; কেননা বর্তমানে খোদাপ্রেম ও তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকে মানুষ উন্মাদনা বলে মনে করে। সাহাবীরা এই যুগে হলে মানুষ তাদেরকে ব্যবসায়ী এবং কাফির আখ্যায়িত করত। দিনরাত অনর্থক কথাবার্তা, বিভিন্ন প্রকার উদাসীনতা এবং জাগতিকতার মোহে হৃদয় কঠিন হয়ে যায়; (তাই) কথাবার্তার প্রভাব দেরিতে পড়ে।"** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ব্যক্তিগত (একটি) দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন– "আলীগড়ের জনৈক ব্যক্তি সম্ভবত তহ্শীলদার ছিলেন। (আপনারা তো সবাই জানেন, তহ্শীলদার কাকে বলে)। তিনি (আ.) বলেন, **"একজন তহশীলদার ছিল, আমি তাকে কিছু উপদেশ দিলে সে আমার সাথে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করে।"** উপহাস করতে আরম্ভ করে। **" আমি মনে মনে ভাবলাম, আমিও তোমার পিছু ছাড়বো না। অবশেষে কথা বলতে বলতে তার ওপর সেই সময় আসে যখন হয় সে আমাকে উপহাস করছিল নয়তো চিৎকার করে করে কাঁদতে আরম্ভ করে। কখনও কখনও সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে হতভাগার মত মনে হয়।"** অর্থাৎ কারও কারও ভালো স্বভাব হলেও তাদেরকে কঠিন হৃদয়ের অধিকারী বলে মনে হয়। **"মনে রেখ! প্রতিটি তালার একটি চাবি আছে। আলাপ আলোচনার জন্যও একটি চাবি রয়েছে; তা হল যুৎসই পদ্ধতি। যেভাবে ঔষধ সম্বন্ধে আমি এইমাত্র বললাম, একটি এক রোগীর জন্য আবার অন্যটি অন্য রোগীর জন্য কার্যকর।"** আমি এই উদ্ধৃতিটি চয়ন করেছি। এর আগে ঔষধ সংক্রান্ত বর্ণনা হয়ে থাকবে। তিনি (আ.) বলেন, **"অনুরূপভাবে একটি কথা একটি বিশেষ আঙ্গিকে বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হতে পারে। এমন নয় যে, সবার সাথে একইভাবে কথা বলা হবে। কারো ভালোমন্দ বলার কারণে বক্তা যেন মন খারাপ না করে বরং দমে না গিয়ে নিজের কাজ করে যেতে হবে। ধনীদের মনমেজাজ খুবই স্পর্শকাতর হয়ে থাকে আর তারা জগতের বিষয়ে উদাসীনও হয়ে থাকে; অনেক কথা**

শুনতেও পারে না। তাদেরকে সময়-সুযোগ বুঝে কোন বিশেষ আঙ্গিকে অত্যন্ত নম্রভাবে নসীহত করা উচিত।” **(মলফূযাত ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৪১, বদর, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮)**

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **“পৃথিবীতে তিন ধরণের মানুষ রয়েছে; সাধারণ, মধ্যম শ্রেণী এবং উচ্চবিত্ত।”** তিনি (আ.) বলেন, **“সাধারণ মানুষ মূলতঃ কম বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে থাকে।”** সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি রাখে। **“তাদের বিবেক বুদ্ধি স্থুল। তাই তাদেরকে বুঝানো কঠিন।”** যারা একেবারেই গণ্ডমূর্খ। এখানে তো আল্লাহ্‌র কৃপায় আপনাদের মাঝে এমন লোক পাওয়া যায় না কিন্তু আমাদের দেশে এমন মানুষ রয়েছে। **“বিত্তবানদের বুঝানোও কঠিন; কারণ তারা ভঙ্গুর স্বভাবের আর চট করে ঘাবড়ে যায় আর তাদের দম্ভ ও আত্ম-অহংকার ছাড়া আরও অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকে। তাই তাদের সাথে যারা আলোচনা করেন তাদের উচিত তাদের মেজাজ অনুযায়ী কথা বলা।”** অর্থাৎ, বক্তব্য যেন সংক্ষিপ্ত কিন্তু পরিপূর্ণ অর্থবোধক হয়। তিনি (আ.) বলেন, **“সাধারণ মানুষকে তবলীগ করার জন্য বক্তব্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সর্বজনবোধ্য হওয়া বাঞ্চনীয় আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই মধ্যম শ্রেণীর লোকেরাই তবলীগের জন্য উপযোগী হয়। তারা কথা বুঝতে পারে আর তাদের স্বভাবে দম্ভ, অহংকার ও স্পর্শকাতরতাও থাকে না যা বিত্তশালীদের স্বভাবে হয়ে থাকে। তাই তাদেরকে বুঝানো খুব একটা কঠিন হয় না।”** **(মলফূযাত ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬১-১৬২, আল্ হাকাম, ২৪ মার্চ, ১৯০২)**

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত কাযী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে লণ্ডনে প্রেরণ করার সময় সেই নীতির আলোকে এই উপদেশও প্রদান করেন, **গ্রামের লোকেরা সত্যকে দৃঢ়চিত্তে গ্রহণ করে থাকে**। তিনি (রা.) বলেন, লণ্ডন থেকে দূরে ছোট্ট কোন এক গ্রামে গিয়ে থাকুন অর্থাৎ, কিছুদিন সময় কাটান, দোয়া-দরূদ পড়ুন আর দা'ওয়াত দিন আর এরপর দেখুন! (সেখানে) দা'ওয়াত ইলাল্লাহ্ বা তবলীগের কতখানি প্রভাব পড়ে! কিন্তু পাশাপাশি এই নসীহতও করেন, দেখুন! এই মানুষগুলো কঠোরতা দেখাবে কিন্তু অনুধাবনও করবে। তাই কঠোরতা দেখে ঘাবড়ে যাবেন না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **“মিথ্যা যত তীব্রতার সাথে ধর্মের বিরোধিতা করে ধর্মের শক্তি ও সামর্থ্য ততটাই বৃদ্ধি পায়।”** অর্থাৎ, মিথ্যা সত্যের যত বিরোধিতা করে সত্যের শক্তি ততটাই বৃদ্ধি পায়। “কৃষকদের মাঝেও একথা প্রসিদ্ধ, **‘জিতনা জ্যাঠ হাড় তাপতা হ্যায় উসি কদার সাওন মে বারিশ যেয়াদা হোতি হ্যায়’** অর্থাৎ, ‘(গ্রীষ্মকালে) **গরমের তীব্রতা যত বেশি হয় বর্ষকালে বৃষ্টিও তত বেশি হয়’। “এটি একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য। সত্যের বিরোধিতা যত তীব্র হয় ততই তা আলো বিচ্ছুরণ করে এবং স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন করে। আমি স্বয়ং যাচাই করে দেখেছি। যেখানে যেখানে আমাদের সম্পর্কে অতিরিক্ত হৈ চৈ ও বিক্ষোভ হয়েছে সেখানে একটি জামাত গড়ে উঠেছে আর যেখানে মানুষজন এই (জামাতের) কথা শুনে মৌনতা অবলম্বন করে সেখানে খুব একটা উন্নতি সাধিত হয় না।”** **(মলফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২৬, আল্ হাকাম, ২৪ এপ্রিল, ১৯০৩)**

আপনাদের যাদের পক্ষে সম্ভব বাইরে যাওয়া সম্ভব, বাইরে যান। দোয়া করে এখানকার ছোট ছোট জায়গায় লোকদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন। আর তুলনামূলকভাবে তাদের (অর্থাৎ গ্রামের লোকদের) স্বভাবে সরলতা বেশি। এখানেও ছোট ছোট গ্রামে (লোকদের) সরলতা বেশি। তাহলে এমন একটা সময় আসবে যখন বাহির থেকে আমাদের বার্তা বড় বড় শহরের অভ্যন্তরে পৌঁছানো শুরু হবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা; কেননা স্থানীয়রাই একে প্রচার করবে আর এমনটি আমি বিভিন্ন দেশেও লক্ষ্য করেছি, যেখানেই ছোট্ট স্থানে (বসবাসকারী) আহমদীরা সক্রিয় তাদের যোগাযোগ তুলনামূলকভাবে বড় বড় জায়গার চেয়ে বেশি। আর সেখানে স্থানীয় যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন যোগাযোগের গণ্ডিতে তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, সাধারণ মানুষকেও নিয়ে আসে আর মধ্যম শ্রেণীর মানুষদেরও যুক্ত করে। কিন্তু যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টায়, যোগাযোগে এবং দোয়াতে অনেক ঘাটতি রয়েছে। এগুলো বৃদ্ধি করার পাশাপাশি দোয়ার প্রতিও অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত কাযী আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে এই উপদেশও দিয়েছিলেন, দোয়ার প্রতি অনেক বেশি জোর দিতে হবে। আর শুধুমাত্র নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ওপরে কখনও নির্ভর করবেন না। অতঃপর এই নসীহতও করেছিলেন, পবিত্র কুরআন ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন; তাহলে এর মাধ্যমেও জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, ইনশাআল্লাহ্। তারপর আরো বলেন, নিজের দৃষ্টিভঙ্গী উন্নত রাখবেন। হৃদয়ে ইউরোপ জয়ের স্বপ্ন লালন করবেন। কেউ কেউ বলে, তারা তো মানবে না। তাদের মধ্য থেকেও সৌভাগ্যবান মানুষ সৃষ্টি হতে পারে আর ইনশাআল্লাহ্ হবে এবং হচ্ছেও। আমি আবারও বলছি, দৃষ্টিভঙ্গী উন্নত রাখুন; যেমনটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন। অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করতে থাকুন আর কেবল পার্থিবতা অর্জনের প্রতিই মনোযোগ দিবেন না বরং আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছানোর প্রতিও মনোযোগ দিন। আপনারা যেহেতু আহমদীয়াতের নামে এখানে এ্যাসাইলাম (বা আশ্রয়) গ্রহণ করেন তাই যথাযথভাবে আহমদীয়াতের সেবা করার দায়িত্বও পালন করুন আর এখানকার জাগতিক চাকচিক্যে মোহাবিষ্ট না হয়ে (আহমদীয়াতের) বাণী পৌঁছান। যদি এভাবে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হয়ে (আন্তরিক) চেষ্টার মাধ্যমে বার্তা পৌঁছান তাহলে খোদা তা'লা বরকত দান করবেন, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ করুন আপনারা যেন এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হন।

কিন্তু একথাও মনে রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা যেখানে একথা বলেছেন যে, দা'ওয়াত ইলাল্লাহ্ বা তবলীগ কর সেখানে এই শর্তও আরোপ করেছেন যে, তাঁর দিকে আহ্বানকারী যেন সৎকমশীল হয়। আর সেই ব্যক্তি আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত যিনি সৎকর্মশীলও। আর সেই দাঈ ইলাল্লাহ্ই আনুগত্যশীল হয় যে সৎকর্মও করে। এমন নয় যে, অন্যদের তবলীগ করেন ঠিকই অথচ নিজে নিয়মিত নামায পড়েন না, মানুষের অধিকার প্রদান করেন না আর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন না।

কেননা, সেই দাঈ ইলাল্লাহ্‌র কাজেই বরকত সৃষ্টি হবে যার ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডও এমন হবে যা ধর্মীয় শিক্ষাসম্মত। এখানকার মানুষ খুবই চৌকস; আপনার সামান্য ভুল-ত্রুটি হলে তা ধরবে এবং আপনাকে বলে দিবে। আর এটি সর্বত্রই ঘটে; কাজেই আইন মান্য করাও আমাদের কর্তব্য। আর উন্নত নৈতিক গুণাবলী প্রদর্শন করাও আমাদের দায়িত্ব। এর পাশাপাশি ইবাদতের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করাও আমাদের জন্য অপরিহার্য। কেননা, এটিই ইসলামের শিক্ষা– এ কথাই প্রচার করো, এটিই আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ, অর্থাৎ সেই কথা বল যা তুমি নিজে ষোলআনা পালন করছো। (তখনই তোমাদের কাজে) বরকত সৃষ্টি হবে অন্যথায় হতে পারে তুমি নিজে বলছ এক কথা আর করছ ভিন্ন কিছু, এরফলে তুমি পাপাচারীদের অন্তর্ভুক্তও হতে পার। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ** (সূরা আস্ সাফ্ : ৩-৪) অর্থাৎ, **হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা কেন তা বল যা কর না। আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ যে, তোমরা তা বল যা কর না।**

দাঈ ইলাল্লাহ্‌র তথা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর জন্য নিজের পবিত্র আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাও একান্ত আবশ্যক আর সে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করুক বা না করুক; প্রত্যেককে একথা মনে রাখতে হবে। প্রত্যেক আহমদীকে একথা মাথায় রাখা উচিত কেননা, সে যখন আহমদী বলে পরিচয় দেয় তখন তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি থাকে। তার যে কোন ভুল কাজ ও অপকর্ম আহমদীয়াতকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে। আর একজন আহমদীর যে কোন মন্দকাজ একজন সক্রিয় দাঈ ইলাল্লাহ্‌র কাজেও ব্যাঘাত ঘটায়। তাই নিজে যদি দা'ওয়াতে ইলাল্লাহ্ বা তবলীগের কাজ করতে না পারেন তাহলে নিদেনপক্ষে নিজের কাজকর্ম যেন এরূপ যথাযথ থাকে যাতে অন্যান্য দাঈ ইলাল্লাহ্‌র সুবিধা হয়। আপনার দিকে কখনও কেউ যেন আঙ্গুল তুলে একথা না বলে যে, আগে নিজেদের চরকায় তেল দাও; প্রথমে নিজেদের লোকদের অবস্থা ঠিক কর। তাই প্রত্যেক আহমদী আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে সর্বদা চেষ্টা করুন আর মনোযোগী হোন। নিজেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতভুক্ত রাখতে চাইলে নিজেদের আত্মশুদ্ধিও আমাদেরকেই করতে হবে যাতে কেউ যেন জামাতের, ইসলামের বার্তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে।

যাহোক, দা'ওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র জন্য আমলে সালেহ্ তথা সৎকর্ম অত্যন্ত আবশ্যক; আর নিজের কাজকর্ম পবিত্র হলে অন্যকে বলার ক্ষেত্রেও সার্থক হবেন। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, (তুমি) বল এক কথা আর কর ভিন্ন কিছু। এভাবে তো তুমি পাপী হচ্ছ। পুণ্য অর্জনতো দূরের কথা উল্টো পাপের অংশীদার হচ্ছ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"ইসলামের সুরক্ষা ও সত্যতা প্রকাশের জন্য সর্বপ্রথম বিষয় হল, তোমরা সত্যিকার মুসলমানের আদর্শ হয়ে দেখাও। আর দ্বিতীয়ত বিষয় হল, এর (অর্থাৎ,**

ইসলামের) অনুপম বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষতাকে বিশ্বজুড়ে প্রসার কর।" (মলফূযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬১৫, আল, হাকাম, ৩১ জানুয়ারি, ১৯০৬)

তিনি (আ.) এখানে দু'টি বিষয় বর্ণনা করেছেন এবং এই কুরআনের আদেশ অনুযায়ী তা বর্ণনা করেন, প্রথমে আত্মশুদ্ধি কর, নিজের অবস্থা, কাজকর্মেল সংশোধন কর এরপর দা'ওয়াত ইলাল্লাহ্ কর, তবলীগ কর। আল্লাহ্ তা'লা এতে কল্যাণ সৃষ্টি করবেন; ইনশাআল্লাহ।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, **"মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পরে মদীনার কী অবস্থা হয়ে গিয়েছিল? সর্বাবস্থায় পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছিল। অতএব, এই পরিবর্তনের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখ এবং অন্তিম সময়কে সর্বদা মনে রাখ। আগামী প্রজন্ম আপনাদের মুখের দিকে তাকাবে আর এই আদর্শই দেখবে। তোমরা যদি নিজেদেরকে পূর্ণরূপে এই শিক্ষার আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা না কর তাহলে আগামী প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে।"**

তাছাড়া দা'ওয়াতে ইলাল্লাহ্ তো আমাদেরই কাজ। আমাদের আদর্শ যদি উত্তম না হয় তবে তা আমাদের প্রজন্মকে বিপথগামী করে দিবে। কেননা, তারাও আপনাদের আদর্শ অবলোকন করবে। **"মানুষ স্বভাবেই আদর্শপ্রিয়তা রয়েছে বা আদর্শের মুখাপেক্ষী। আদর্শ দ্বারা সে খুব দ্রুত শিক্ষা গ্রহণ করে। একজন মদ্যপায়ী যদি বলে, মদ পান করো না অথবা একজন ব্যভিচারী যদি বলে, ব্যভিচার করো না কিংবা চোর যদি অন্যকে বলে, চুরি করো না তবে তাদের এই উপদেশ থেকে অন্যরা কীভাবে লাভবান হবে বরং তারা তো বলবে, চরম বাজে লোক তো! সে নিজে করলেও অন্যকে তা করতে বারণ করে। যারা স্বয়ং একটি মন্দকর্মে লিপ্ত থেকে অন্যদের নিষেধ করে তারা অন্যদেরও বিপথগামী করে। অন্যদের উপদেশদাতা অথচ নিজে তা পালন না করলে সে ব্যক্তি– বেঈমান আর সে তার কৃতকর্ম রেখে যায়। এমন উপদেশদাতার মাধ্যমে পৃথিবীর বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়।"** (মলফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫১৮, আল্ হাকাম, ৩১ জানুয়ারি, ১৯০৪)

খোদা করুন আমরা যেন দা'ওয়াতে ইলাল্লাহ্র প্রতি মনোযোগী হই এবং সৎকর্মশীলও হই। তবেই আমরা বলতে পারব, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার সুবাদে যে পুরস্কার দিয়েছেন সেজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং (তাঁর) কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হই, আর কৃতজ্ঞ হওয়ার চেষ্টা করি। আর যখন এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ধারা অব্যাহত থাকবে এবং সৎকর্মও বহাল থাকবে তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার পরিপূর্ণ আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হব।

অতএব, যেমনটি আমি আগেও বলেছি, খোদা তা'লার কাছে বিগত দিনের ভুল-ভ্রান্তি ও অলসতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর ভবিষ্যতে এক নতুন প্রেরণা, স্পৃহা ও উদ্যম নিয়ে আহমদীয়াতের বার্তা বিশ্বজুড়ে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এগিয়ে আসুন। এখনও পৃথিবীর বরং এই প্রদেশের, স্কটল্যাণ্ডের অধিকাংশ এমন এলাকা রয়েছে যেখানে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছেনি। আহমদীয়াত

সম্পর্কে কেউ কিছু জানেই না। অতএব, অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। দোয়ারও আবশ্যকতা আছে তবেই, আমরা এই দাবিতে সত্যবাদী সাব্যস্ত হতে পারবো যে, আমরা গোটা বিশ্বকে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে নিয়ে আসব; ইনশাআল্লাহ্। আর এজন্যই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আ'ত করেছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আর এসব কিছু অর্জন করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে যে ব্যবস্থাপত্র বলে দিয়েছেন তা হল,

তিনি (আ.) বলেন, **"আমাদের বিজয়ী হওয়ার অস্ত্র হল, এস্তেগফার, তওবা, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন, খোদা তা'লার শ্রেষ্ঠত্বকে দৃষ্টিপটে রাখা এবং পাঁচবেলার নামায পড়া। দোয়া গৃহীত হওয়ার চাবিকাঠি হল, নামায। নামায পড়ার সময় দোয়া করবে, উদাসীন হবে না আর প্রত্যেক প্রকার মন্দকর্ম পরিহার করবে তা খোদা তা'লার প্রাপ্য সংক্রান্তই হোক কিংবা বান্দার প্রাপ্য সংক্রান্ত।"** (মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৩, আল্ বদর, ২৪ এপ্রিল, ১৯০৩)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন।

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)